ঐশ্বরিক সমর্থন

Shaykh Pod BOOKS

Shaykh Pod BANGLA

إن التحلي بالصفات الإيجابية يؤدي إلى راحة البال

ঐশ্বরিক সমর্থন

শায়খপড বই

ShaykhPod Books, 2023 দ্বারা প্রকাশিত

ঐশ্বরিক সমর্থন

প্রথম সংস্করণ। 5 মে, 2023।

ShaykhPod বই দ্বারা লিখিত.

সুচিপত্র

স্বীকৃতি

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মহান, বিশ্বজগতের পালনকর্তা, যিনি আমাদের এই ভলিউমটি সম্পূর্ণ করার অনুপ্রেরণা, সুযোগ এবং শক্তি দিয়েছেন। বরকত ও সালাম বর্ষিত হোক মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর উপর যার পথ মানবজাতির মুক্তির জন্য মহান আল্লাহ মনোনীত করেছেন।

আমরা সমগ্র ShaykhPod পরিবারের প্রতি আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই, বিশেষ করে আমাদের ছোট তারকা, ইউসুফ, যার অব্যাহত সমর্থন এবং পরামর্শ ShaykhPod Books এর বিকাশকে অনুপ্রাণিত করেছে।

আমরা প্রার্থনা করি যে, মহান আল্লাহ আমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন এবং এই বইয়ের প্রতিটি অক্ষর তাঁর দরবারে কবুল করেন এবং শেষ দিনে আমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার অনুমতি দেন।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মহান, বিশ্বজগতের প্রতিপালক এবং অশেষ রহমত ও শান্তি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর, তাঁর বরকতময় পরিবার ও সাহাবীগণের উপর, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হন।

কম্পাইলারের নোট

আমরা এই ভলিউমটিতে সুবিচার করার জন্য নিরলসভাবে চেষ্টা করেছি তবে যদি কোনও শর্ট ফল পাওয়া যায় তবে তার জন্য কম্পাইলার ব্যক্তিগতভাবে এবং এককভাবে দায়ী।

আমরা এমন একটি কঠিন কাজ সম্পন্ন করার প্রচেষ্টায় ত্রুটি এবং ত্রুটির সম্ভাবনা গ্রহণ করি। আমরা হয়তো অজ্ঞাতসারে হোঁচট খেয়েছি এবং ভুল করেছি যার জন্য আমরা আমাদের পাঠকদের প্রশ্রয় ও ক্ষমা চাই এবং আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাকে প্রশংসা করা হবে। আমরা আন্তরিকভাবে গঠনমূলক পরামর্শ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যা ShaykhPod.Books@gmail.com এ করা যেতে পারে ।

ভূমিকা

এই দিন এবং যুগে অনেক মুসলিম তাদের দৈনন্দিন জীবনে মানসিক সমর্থন খুঁজে পেতে সংগ্রাম করে। ইসলাম মুসলমানদেরকে তাঁর আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে মহান আল্লাহর কাছে সাহায্য ও সমর্থন চাইতে শেখায়। মহৎ চরিত্র অর্জনের এবং ইহকাল ও পরকাল উভয় ক্ষেত্রেই সত্য ও স্থায়ী সমর্থন পাওয়ার এটাই একমাত্র উপায়। অতএব, এই বইটি এই ধারণা এবং এর সাথে যুক্ত অন্যদের নিয়ে আলোচনা করবে।

জামে আত তিরমিযী, 2003 নম্বরে প্রাপ্ত হাদিস অনুসারে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পরামর্শ দিয়েছেন যে বিচার দিবসের দাঁড়িপাল্লায় সবচেয়ে ভারী জিনিসটি হবে মহৎ চরিত্র। এটি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গুণাবলীর মধ্যে একটি, যা মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের 68 নং আয়াত আল কালামে প্রশংসা করেছেন:

"এবং প্রকৃতপক্ষে, আপনি একটি মহান নৈতিক চরিত্রের।"

তাই মহৎ চরিত্র অর্জনের জন্য পবিত্র কুরআনের শিক্ষা ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অর্জন ও আমল করা সকল মুসলমানের কর্তব্য।

ঐশ্বরিক সমর্থন

জামে আত তিরমিযী, 2516 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, যদি কোনো মুসলমান মহান আল্লাহকে হেফাজত করে, তাহলে তিনি তাদের রক্ষা করবেন।

এর অর্থ এই যে, কেউ যদি মহান আল্লাহর সীমা এবং আদেশ রক্ষা করে, তবে সেগুলি তাঁর দ্বারা সুরক্ষিত হবে। মহান আল্লাহর হুকুম পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্য্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে কেউ এটি অর্জন করতে পারে। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 112:

"...আর যারা আল্লাহর সীমাবদ্ধতা পালন করে। আর মুমিনদেরকে সুসংবাদ দাও।"

মহান আল্লাহর প্রতি কর্তব্য রক্ষার অনেক দিক রয়েছে। রক্ষা করার সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হল আল্লাহ, মহান এবং মানুষের সাথে করা চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি। মহান আল্লাহর সাথে সমগ্র মানবজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ চুক্তিটি ছিল তাকে তাদের রব হিসাবে গ্রহণ করা। অধ্যায় 7 আল আরাফ, আয়াত 172:

"এবং [উল্লেখ করুন] যখন তোমার প্রভু আদম সন্তানদের থেকে - তাদের কোমর থেকে - তাদের বংশধরদের নিয়েছিলেন এবং তাদের নিজেদের সম্পর্কে

সাক্ষ্য দিয়েছিলেন, [তাদেরকে বলেছিলেন], "আমি কি তোমাদের প্রভু নই?" তারা বলল, "হ্যাঁ, আমরা সাক্ষ্য দিয়েছি।"...

এর অর্থ একজনকে অবশ্যই আল্লাহকে মান্য করতে হবে, যা তার আনুগত্যের দিকে নিয়ে যায়। কিন্তু কেউ যদি এমন কারো আনুগত্য করে যার ফলশ্রুতিতে মহান আল্লাহর অবাধ্য হয়, তবে তারা তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে এবং অন্যকে তাদের পালনকর্তা হিসাবে গ্রহণ করেছে। অধ্যায় 45 আল জাথিয়াহ, আয়াত 23:

"আপনি কি তাকে দেখেছেন যে নিজের ইচ্ছাকে তার উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করেছে..."

আরেকটি উদাহরণ হল ফরয সালাতকে রক্ষা করা। পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদীসে এটি বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। এই দায়িত্বটি এতটাই তাৎপর্যপূর্ণ যে, সুনানে আবু দাউদ, 425 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে যে ব্যক্তি এই দায়িত্বটি সঠিকভাবে পালন করবে তাকে ক্ষমার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যে ব্যক্তি তাদের ফরজ নামাজ রক্ষা করতে ব্যর্থ হয় তার ক্ষমা পাওয়ার কোনো নিশ্চয়তা নেই।

ফরয নামাযের সুরক্ষার কথা সুনানে ইবনে মাজা, ২৭৭ নম্বরে পাওয়া আরেকটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, শুধুমাত্র একজন প্রকৃত মুমিন তাদের অযু রক্ষা করে, যা নামাযের চাবিকাঠি।

মহান আল্লাহর সীমা রক্ষার একটি দিক জামে আত তিরমিযী, 2458 নম্বরে পাওয়া আরেকটি হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মুসলমানদেরকে তাদের মাথা ও পেটের নিরাপত্তার পরামর্শ দিয়েছেন। এর মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর আনুগত্যে নিজের চোখ, কান, জিহ্বা এবং চিন্তাভাবনা। পাকস্থলী রক্ষার মধ্যে রয়েছে অবৈধ সম্পদ ও খাদ্য গ্রহণ ও ব্যবহার থেকে বিরত থাকা। জিহ্বা এবং নিজের কামুক আকাঙ্ক্ষাকে রক্ষা করার জন্য বিভিন্ন জায়গায় আদেশ করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, সহীহ বুখারীতে পাওয়া একটি হাদিস, নম্বর 6474, পরামর্শ দেয় যে যে ব্যক্তি এই দুটি জিনিস রক্ষা করবে তার জান্নাতের নিশ্চয়তা রয়েছে।

একটি মৌলিক ইসলামি নীতি মুসলমানদের শেখায় যে তারা কীভাবে আচরণ করে তা হল মহান আল্লাহ তাদের সাথে কীভাবে আচরণ করবেন। উদাহরণস্বরূপ, পবিত্র কুরআন মুসলমানদের উপদেশ দেয় যে যে ব্যক্তি ইসলামকে সমর্থন করবে সে মহান আল্লাহ দ্বারা সমর্থিত হবে। অধ্যায় 47 মুহাম্মদ, আয়াত 7:

"হে ঈমানদারগণ, যদি তোমরা আল্লাহকে সমর্থন কর, তবে তিনি তোমাদের সমর্থন করবেন এবং তোমাদের পা দৃঢ়ভাবে রোপণ করবেন।"

আরেকটি উদাহরণ পাওয়া যায় অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 152। পবিত্র কুরআন ঘোষণা করে যে যে ব্যক্তি মহান আল্লাহকে স্মরণ করবে, তিনি তাকে স্মরণ করবেন।

“সুতরাং আমাকে স্মরণ কর; আমি আপনাকে মনে রাখব…"

যে ব্যক্তি তার সীমা রক্ষা করবে তার পরিবারকেও মহান আল্লাহ রক্ষা করবেন। পবিত্র কোরআনে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, কিভাবে মহান আল্লাহ, দুই এতিমের দাফনকৃত ধনকে তাদের পিতা হিসাবে রক্ষা করেছিলেন। তাদের পিতা যেমন মহান আল্লাহর সীমা রক্ষা করেছিলেন, তেমনি তিনি তার এতিম সন্তানদেরও রক্ষা করেছিলেন। অধ্যায় 18 আল কাহফ, আয়াত 82:

"এবং প্রাচীরের জন্য, এটি শহরের দুটি এতিম ছেলের ছিল এবং এর নীচে তাদের জন্য একটি ধন ছিল এবং তাদের পিতা ছিলেন সৎকর্মশীল..."

প্রকৃতপক্ষে, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর সীমা রক্ষা করবে, সে দেখতে পাবে যে, মহান আল্লাহ তাদের দুনিয়া ও আখেরাত উভয় ক্ষেত্রেই সমস্ত অসুবিধা থেকে মুক্তির পথ দান করেন। অধ্যায় 65 এ তালাক, আয়াত 2:

"...যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য মুক্তির পথ করে দেবেন।"

কিছু কিছু ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ তায়ালা তার নেক বান্দার কাছ থেকে এমন জিনিসগুলিকে এড়িয়ে যান যা বাহ্যিকভাবে ভাল বলে মনে হয়, যেমন একটি নতুন চাকরি পাওয়া, তবুও একটি গোপন মন্দ বা অসুবিধা রয়েছে যা থেকে

মহান আল্লাহ তার বান্দাকে রক্ষা করতে চান। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

মহান আল্লাহ তায়ালা সর্বশ্রেষ্ঠ জিনিসটি একজন মুসলমানের ঈমানকে রক্ষা করেন। মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাকে সন্দেহ, মন্দ উদ্ভাবন, পাপ এবং অন্য যেকোন কিছু থেকে রক্ষা করেন যা তাদের ঈমানকে কলুষিত করতে পারে। এটি নিশ্চিত করে যে তারা তাদের বিশ্বাস অটুট রেখে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে।

প্রারম্ভে উদ্ধৃত মূল হাদীসে প্রদত্ত প্রথম উপদেশের সামগ্রিক শিক্ষা হল, আল্লাহর কাছে সন্তুষ্ট এমন উপায়ে যে নিয়ামত রয়েছে তা ব্যবহার করে ইসলামের সমস্ত সীমাবদ্ধতা রক্ষা করা। যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর সীমা রক্ষা করবে, মহান আল্লাহ তাকে হেফাজত করবেন। তারা দেখতে পাবে যে সমস্ত অসুবিধা এবং পরীক্ষা সহনীয় হয়ে উঠেছে এবং তারা উভয় জগতের আশীর্বাদ পাওয়ার সাথে সাথে নিরাপদে ভ্রমণ করার জন্য নির্দেশিত হবে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে পরবর্তী যে বিষয়টি উপদেশ দেওয়া হয়েছে তা হল, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহকে স্মরণ করে তার সীমাবদ্ধতা পালন করে তার নৈকট্য লাভ করবে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 128:

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের সাথে আছেন যারা তাকে ভয় করে এবং যারা সৎকর্ম করে।"

এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, এই ঘনিষ্ঠতা একই ধরনের নয় যা অধ্যায় 50 ক্বাফ, 16 আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে:

"... আমরা কাছাকাছি তার কাছে [তাঁর] শিরার চেয়েও।

এটি একটি সাধারণ ঘনিষ্ঠতা যা সমগ্র সৃষ্টির অংশীদার। যারা মহান আল্লাহর সীমা রক্ষা করে, তারা এক বিশেষ ধরনের নৈকট্য লাভ করে যার মধ্যে তাঁর বিশেষ সাহায্য ও করুণা জড়িত। উদাহরণস্বরূপ, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সহীহ মুসলিম, 6805 নম্বরে পাওয়া একটি ঐশী হাদীসে উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ সেই ব্যক্তির নিকটবর্তী হন যে তাঁর আনুগত্য বৃদ্ধি করে। এটি মহান আল্লাহর বিশেষ সাহায্য ও করুণাকে নির্দেশ করে।

যখন একজন মুসলমান আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে থাকে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে নিয়তির মুখোমুখি হয়ে অবশেষে তারা এমন একটি স্তরে পৌঁছায় যেখানে মহান আল্লাহ তাদের দেহকে কেবলমাত্র তাঁর আরও আনুগত্যের জন্য কাজ করার ক্ষমতা দেন। এই মুসলিম খুব কমই গুনাহ করবে। সহীহ বুখারী, 6502 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

যে ব্যক্তি আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে মহান আল্লাহকে স্মরণ করে, সে এমনকি হতাশার মতো মানসিক সমস্যা থেকেও রক্ষা পাবে। যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালকের নৈকট্য অনুভব করেন তিনি কীভাবে দুঃখিত বা হতাশাগ্রস্ত হতে পারেন? এটি মহান আল্লাহর সুরক্ষার আরেকটি দিক, যারা তাঁর সীমা ও আদেশ রক্ষা করে।

মুসনাদে আহমাদ, 2803 নম্বরে পাওয়া এই বইটিতে এ পর্যন্ত আলোচিত মূল হাদীসের অনুরূপ একটি হাদীসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, যে ব্যক্তি স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে মহান আল্লাহকে স্মরণ করবে, সে তার সমর্থন পাবে এবং অসুবিধার সময়ে সাহায্য। এই প্রতিক্রিয়াটি পূর্বে আলোচিত ঐশী হাদিসে নির্দেশিত হয়েছে যা সহীহ বুখারি, নম্বর 6502-এ পাওয়া যায়। এটি পরামর্শ দেয় যে যখন কেউ মহান আল্লাহকে মান্য করতে থাকে, তখন তিনি তার দেহকে শুধুমাত্র তাঁর আনুগত্য করার ক্ষমতা দেন। এই ক্ষমতায়নের একটি অংশ ধৈর্য এবং সমর্থন প্রদান করা হচ্ছে যখন কেউ কষ্টের সম্মুখীন হয়।

এই উপদেশের উপর আমল করা একজন মুসলিমকে মহান আল্লাহর উপর আস্থা গ্রহণ করতে উৎসাহিত করে। তারা মহান আল্লাহর উপর ভরসা করবে, তাদের সমর্থন দেবে, সমস্ত অসুবিধা থেকে মুক্তি দেবে এবং এমনকি তাদের প্রার্থনায় সাড়া দেবে। এই আস্থা একজনকে তাদের প্রচেষ্টা ও পরিকল্পনার পরিবর্তে মহান আল্লাহর হুকুমের উপর নির্ভর করতে সাহায্য করে। তারা প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহকে বিশ্বাস করবে, শুধুমাত্র তাদের জন্য সর্বোত্তম সিদ্ধান্ত নেয় এবং তাদের সমস্ত অসুবিধা থেকে মুক্তির পথ দেবে। অধ্যায় 65 এ তালাক, আয়াত 2:

"... আর যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য মুক্তির পথ করে দেবেন"

মহান আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে এই সাড়া পাওয়ার জন্য, তাকে অবশ্যই স্মরণ করতে হবে আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে তাঁর আদেশ পালন করে এবং তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) জামে আত তিরমিযী, 3382 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উপদেশ দিয়েছেন যে, কেউ যদি তার কষ্ট ও দুঃখের সময়ে মহান আল্লাহর সাহায্য কামনা করে। স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে অবিরতভাবে মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করুন। পবিত্র কুরআন এই সত্যকে নির্দেশ করে অধ্যায়ে 37 সাফফাত, আয়াত 143 এবং 144:

"আর সে যদি আল্লাহর প্রশংসাকারীদের অন্তর্ভুক্ত না হতো। যেদিন তারা পুনরুত্থিত হবে ততদিন পর্যন্ত সে তার পেটের মধ্যেই থাকবে।"

এটিই যখন মহান আল্লাহ হযরত ইউনুস (আঃ)-কে একটি তিমি গিলে ফেলার পর তাকে উদ্ধার করেন। তার পূর্বের আনুগত্য মহান আল্লাহর দিকে পরিচালিত করেছিল, তাকে নিরাপত্তা এবং তার অসুবিধা থেকে বেরিয়ে আসার পথ দিয়েছিল।

বিপরীতে, স্বাচ্ছন্দ্যের সময় মহান আল্লাহর স্মরণ ও আনুগত্য থেকে গাফেল থাকা এবং কেবল অসুবিধার সময় তাকে স্মরণ করা খুব কম বা কোন ইতিবাচক প্রভাব ফেলে না। উদাহরণস্বরূপ, ফেরাউন বিদ্রোহী জীবন যাপনের পর মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে থাকা অবস্থায় মহান আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করা তার কোন উপকারে আসেনি। অধ্যায় 10 ইউনুস, আয়াত 91:

“এখন? আর তুমি ইতিপূর্বে (তাঁর) অবাধ্য ছিলে এবং ফাসাদকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে?

এই পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় কষ্ট হচ্ছে মৃত্যু। সুতরাং আশা করা যায় যে, যে ব্যক্তি স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে মহান আল্লাহকে স্মরণ করবে এবং আন্তরিকভাবে আনুগত্য করবে, তাদের মৃত্যুর সময় তিনি তাদের রক্ষা করবেন যাতে তারা তাদের বিশ্বাসের সাথে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যায়। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 27:

"যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ তাদেরকে পার্থিব জীবনে ও আখিরাতে দৃঢ় বাণী দিয়ে দৃঢ় রাখেন..."

তাই একজন মুসলমানের উচিৎ মহানবী (সাঃ) এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে, স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে মহান আল্লাহকে স্মরণ ও আন্তরিকভাবে আনুগত্য করার মাধ্যমে, যাতে তিনি কঠিন সময়ে তাদের উদ্ধার করেন।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বিষয় মহান আল্লাহর কাছে চাওয়া। মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তিনি জিজ্ঞাসা করা পছন্দ করেন। জামি আত তিরমিযী, 3571 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত, বেশিরভাগ লোকেরা অন্য লোকদের কাছে অপ্রয়োজনীয় জিনিস জিজ্ঞাসা করার অভ্যাস গ্রহণ করেছে যদিও সাধারণভাবে বলতে গেলে, লোকেরা জিজ্ঞাসা করা অপছন্দ করে। একজন ব্যক্তি এবং মহান

আল্লাহর মধ্যে কোন বাধা নেই, তাই তারা তাঁর কাছে চাইতে পারে এবং করা উচিত। যেখানে, কেউ সহজেই লক্ষ্য করে যে লোকেরা কত দ্রুত বাধা তৈরি করে এবং কিছু চাওয়া হলে অজুহাত দেয়।

মহান আল্লাহর কাছে চাওয়া জরুরী, কারণ আসমান ও জমিন একমাত্র তাঁরই নিয়ন্ত্রণাধীন। মহাবিশ্বের মধ্যে পাওয়া প্রতিটি আশীর্বাদ তিনি ব্যতীত অন্য কেউ সৃষ্টি করেছেন এবং দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে, একজন অন্যের মাধ্যমে যা কিছু পায় তা বাস্তবে তাঁর কাছ থেকে। তাঁর ভাণ্ডার পরিপূর্ণ এবং কখনও একটি পরমাণুর মূল্যও হ্রাস করে না যদিও তিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল এবং তাদের মধ্যে যা রয়েছে অসংখ্য শতাব্দী ধরে টিকিয়ে রেখেছেন। এটি সহীহ মুসলিম, 6572 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে, মানুষ নিজের উপকার করতে পারে না কারণ তারা মহান আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কোনো ঝামেলা থেকে রক্ষা করতে পারে না বা কোনো উপকার করতে পারে না। মহান আল্লাহর সাহায্য ছাড়া যদি কেউ নিজের জন্য এটি করতে না পারে তবে তারা কীভাবে এটি করবে? এটা আশ্চর্যজনক যে একজন ব্যক্তি কিভাবে সমস্ত কিছুর উপর ক্ষমতার অধিকারী তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারে এবং তার পরিবর্তে যার কোন স্বাধীন ক্ষমতা নেই তার উপর নির্ভর করতে পারে।

অন্যের কাছে চাওয়া একজনের সম্মানের ত্যাগের দিকে নিয়ে যায় যা শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা উচিত। এ কারণেই সহীহ বুখারি, 1474 নং হাদিসে প্রাপ্ত একটি হাদিসে সতর্ক করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি অকারণে অন্যের কাছে ভিক্ষা করে, কিয়ামতের দিন তার মুখে গোশত থাকবে না।

মহান আল্লাহ এতই করুণাময় যে তিনি কেবল জিজ্ঞাসা করাই পছন্দ করেন না, বরং প্রতি রাতে পৃথিবীর বাসিন্দাদেরকে তাদের চাহিদাগুলি তাঁর কাছে পেশ করার জন্য আমন্ত্রণ জানান যাতে তিনি তা পূরণ করতে পারেন। এটি সহীহ বুখারি, 1145 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট করেছেন যে, যারা তাকে ডাকে তিনি তাদের সাড়া দেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 186:

"... আমি প্রার্থনাকারীর ডাকে সাড়া দেই যখন সে আমাকে ডাকে..."

জামে আত তিরমিযী, 3604 নম্বর হাদিস অনুসারে সমস্ত ভাল দোয়ার উত্তর তিনটি উপায়ে দেওয়া হয় তা জানা গুরুত্বপূর্ণ। অনুরোধটি হয় দুনিয়াতে পূরণ করা হয়, আখিরাতে প্রার্থনাকারীর জন্য একটি সওয়াব জমা হয় যা তার চেয়ে উত্তম। তারা যা চেয়েছিল বা সমপরিমাণ গুনাহ মাফ করে দেয়।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বিষয়টি মহান আল্লাহর অসীম ও নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ও কর্তৃত্বকে নির্দেশ করে। হাদিসটি উপদেশ দেয় যে সমগ্র সৃষ্টি একজন ব্যক্তির উপকার করতে পারে না যদি মহান আল্লাহ তাদের তা করতে না চান। একইভাবে, মহান আল্লাহ না চাইলে সমগ্র সৃষ্টি একত্রে কারো ক্ষতি করতে পারে না। এর অর্থ একমাত্র মহান আল্লাহ যা সিদ্ধান্ত দেন তা মহাবিশ্বের মধ্যে ঘটে। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, এই উপদেশটি ওষুধের মতো উপায় ব্যবহার ত্যাগ করার ইঙ্গিত দেয় না, তবে এর মানে হল যে কেউ উপায়গুলি ব্যবহার করতে পারে কারণ সেগুলি মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ তৈরি করেছেন, তবে তাদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে মহান আল্লাহই সকল কিছুর ফলাফল নির্ধারণ করেন। উদাহরণস্বরূপ, তারা অনেক অসুস্থ ব্যক্তি যারা

ওষুধ খান এবং তাদের অসুস্থতা থেকে পুনরুদ্ধার করেন। কিন্তু তারা অন্য যারা ওষুধ খেয়ে সুস্থ হয় না। এটি ইঙ্গিত করে যে আরেকটি কারণ চূড়ান্ত ফলাফল নির্ধারণ করে, তা হল মহান আল্লাহর ইচ্ছা। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 51:

"বলুন, "আল্লাহ আমাদের জন্য যা নির্ধারণ করেছেন তা ব্যতীত আমরা কখনই আঘাত করব না..."

যিনি এটি বোঝেন তিনি জানেন যে তাদের প্রভাবিত করে এমন কিছু এড়ানো যেত না। এবং যে জিনিসগুলি তাদের মিস করেছে সেগুলি কখনই পাওয়া যেত না।

এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, শেষ ফলাফল যাই হোক না কেন তা একজন ব্যক্তির ইচ্ছার বিরুদ্ধে হলেও তাদের ধৈর্য ধরে থাকা উচিত এবং সত্যই বিশ্বাস করা উচিত যে, মহান আল্লাহ তাদের জন্য সর্বোত্তম নির্বাচন করেছেন যদিও তারা ফলাফলের পেছনের প্রজ্ঞাকে না দেখেও। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

“কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না..."

যখন কেউ এই সত্যটি সত্যিকার অর্থে উপলব্ধি করে তখন তারা সৃষ্টির উপর নির্ভর করা বন্ধ করে দেয় যে তারা জন্মগতভাবে তাদের ক্ষতি বা উপকার করতে পারে না। পরিবর্তে, তারা মহান আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়ে আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে তাঁর সমর্থন ও সুরক্ষা কামনা করে। এটি একজন মুসলিমকে মহান আল্লাহর উপর ভরসা করার দিকে পরিচালিত করে। এটি একজনকে শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে ভয় করতে উত্সাহিত করে, কারণ তারা জানে যে মহান আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া সৃষ্টি তাদের ক্ষতি করতে পারে না।

স্বীকার করা , মহান আল্লাহর একত্বকে বোঝার একটি অংশ। এটি এমন একটি বিষয় যার কোন শেষ নেই এবং এটি কেবলমাত্র অতিমাত্রায় বিশ্বাস করার বাইরে চলে যায় যে মহান আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই। যখন এটি কারও হৃদয়ে স্থির হয় তখন তারা কেবল মহান আল্লাহর উপর আশা করে, তারা জানে যে একমাত্র তিনিই তাদের সাহায্য করতে পারেন। তারা কেবল তাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে মহান আল্লাহকে আনুগত্য করবে এবং আনুগত্য করবে। প্রকৃতপক্ষে, একজন ব্যক্তি শুধুমাত্র ক্ষতি থেকে সুরক্ষা পেতে বা কিছু সুবিধা পাওয়ার জন্য অন্যের আনুগত্য করে। একমাত্র মহান আল্লাহই এটি প্রদান করতে পারেন তাই কেবলমাত্র তিনিই আনুগত্য ও উপাসনা পাওয়ার যোগ্য। যদি কেউ মহান আল্লাহর আনুগত্যের পরিবর্তে অন্যের আনুগত্য পছন্দ করে, তাহলে তারা বিশ্বাস করে যে এই অন্যটি তাদের কোন প্রকার উপকার বা ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে পারে। এটা তাদের ঈমানের দুর্বলতার লক্ষণ। যা কিছু ঘটে তার উৎস মহান আল্লাহ, তাই মুসলমানদের কেবল তাঁরই আনুগত্য করা উচিত। অধ্যায় 35 ফাতির, আয়াত 2:

"আল্লাহ মানুষকে যা কিছু রহমত দান করেন- কেউ তা আটকাতে পারে না; এবং যা তিনি আটকে রাখেন - এরপর কেউ তা ছেড়ে দিতে পারে না..."

উল্লেখ্য যে, এমন ব্যক্তির আনুগত্য করা যা মহান আল্লাহর আনুগত্যকে উৎসাহিত করে, বাস্তবে মহান আল্লাহকে মান্য করা। যেমন হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনুগত্য করা। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 80:

"যে রাসূলের আনুগত্য করল সে আল্লাহর আনুগত্য করল..."

আলোচ্য প্রধান হাদীসের অনুরূপ একটি হাদিস, যা মুসনাদে আহমাদ, 2803 নম্বরে পাওয়া যায়, উপদেশ দেয় যে ব্যক্তি অপছন্দের বিষয়ে ধৈর্য্য ধারণ করা একটি মহান পুরস্কারের দিকে নিয়ে যায়। অধ্যায় 39 আজ জুমার, আয়াত 10:

"...অবশ্যই, রোগীকে হিসাব ছাড়াই তাদের পুরস্কার দেওয়া হবে [অর্থাৎ, সীমা]।"

ধৈর্য হল ঈমানের তিনটি দিক পূর্ণ করার জন্য প্রয়োজনীয় একটি মূল উপাদান: মহান আল্লাহর হুকুম পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা এবং ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। কিন্তু ধৈর্যের চেয়ে উচ্চতর এবং অধিক ফলপ্রসূ স্তর হল সন্তুষ্টি। এটি তখনই হয় যখন একজন মুসলিম গভীরভাবে বিশ্বাস করে যে, মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য সর্বোত্তমটি বেছে নেন এবং তাই তারা তাদের নিজেদের চেয়ে তাঁর পছন্দকে প্রাধান্য দেয়। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

একজন ধৈর্যশীল মুসলিম বোঝে যে, যা তাদের প্রভাবিত করেছে, যেমন একটি অসুবিধা, সমগ্র সৃষ্টি তাদের সাহায্য করলেও এড়ানো যেত না। একইভাবে যা তাদের মিস করেছে, তা তাদের প্রভাবিত করতে পারেনি। যে ব্যক্তি এই সত্যকে সত্যিকার অর্থে গ্রহণ করে, সে যে কিছু অর্জন করে তার জন্য উল্লাস ও গর্ববোধ করবে না, মহান আল্লাহ তাদের জন্য সেই জিনিস বরাদ্দ করেছেন। অথবা তারা এমন কিছুর জন্য দুঃখ করবে না যা তারা আল্লাহকে জানতে ব্যর্থ হয়, মহান আল্লাহ তাদের জন্য সেই জিনিসটি বরাদ্দ করেননি এবং অস্তিত্বের কোন কিছুই এই সত্যকে পরিবর্তন করতে পারে না। অধ্যায় 57 আল হাদিদ, আয়াত 22-23:

"পৃথিবীতে বা তোমাদের নিজেদের মধ্যে কোন বিপর্যয় আসে না, তবে তা একটি রেজিস্টার [1- এ থাকে যা] আমরা এটিকে সৃষ্টি করার আগে - প্রকৃতপক্ষে, এটি আল্লাহর জন্য সহজ। যাতে আপনি নিরাশ না হন যা আপনাকে এড়িয়ে গেছে এবং তিনি আপনাকে যা দিয়েছেন তার জন্য [অহংকারে] আনন্দিত না হন..."

উপরন্তু, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুনানে ইবনে মাজাহ, 79 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উপদেশ দিয়েছেন যে, যখন কিছু ঘটে তখন একজন মুসলিমকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা উচিত যে এটি নির্ধারিত ছিল এবং কিছুই ফলাফল পরিবর্তন করতে পারে না। এবং একজন মুসলমানের এই বিশ্বাসে আফসোস করা উচিত নয় যে তারা যদি অন্যরকম আচরণ করে তবে তারা ফলাফলকে আটকাতে পারত কারণ এই মনোভাব শুধুমাত্র শয়তানকে তাদের অধৈর্যতা এবং ভাগ্য সম্পর্কে অভিযোগ করার জন্য উত্সাহিত করে।

একজন ধৈর্যশীল মুসলিম সত্যিকার অর্থে বুঝতে পারে যে, মহান আল্লাহ যা কিছু বেছে নিয়েছেন তা তাদের জন্য সর্বোত্তম, যদিও তারা এর পেছনের প্রজ্ঞা লক্ষ্য না করে। যে ধৈর্যশীল সে তাদের অবস্থার পরিবর্তন কামনা করে এবং এমনকি তার জন্য প্রার্থনা করে কিন্তু যা ঘটেছে সে সম্পর্কে তারা অভিযোগ করে না। অবিরত ধৈর্যশীল হওয়া একজন মুসলিমকে তৃপ্তির বৃহত্তর স্তরে নিয়ে যেতে পারে।

যে সন্তুষ্ট সে জিনিস পরিবর্তন করতে চায় না কারণ তারা জানে যে মহান আল্লাহর পছন্দ তাদের পছন্দের চেয়ে উত্তম। এই মুসলিম দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে এবং সহীহ মুসলিম, 7500 নম্বরে পাওয়া হাদীসের উপর আমল করে। এটি পরামর্শ দেয় যে প্রতিটি পরিস্থিতিই বিশ্বাসীর জন্য সর্বোত্তম। যদি তারা কোন সমস্যার সম্মুখীন হয় তবে তাদের ধৈর্য প্রদর্শন করা উচিত যা আশীর্বাদের দিকে পরিচালিত করে। এবং যদি তারা স্বাচ্ছন্দ্যের সময় অনুভব করে তবে তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত যা আশীর্বাদের দিকে পরিচালিত করে।

এটা জেনে রাখা জরুরী যে, মহান আল্লাহ যাদের ভালোবাসেন তাদের পরীক্ষা করেন। যদি তারা ধৈর্য দেখায় তবে তারা পুরস্কৃত হবে কিন্তু যদি তারা রাগান্বিত হয় তবে এটি মহান আল্লাহর প্রতি তাদের ভালবাসার অভাবকে প্রমাণ করে। জামি আত তিরমিযী, 2396 নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদীসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

একজন মুসলমানের উচিত হবে ধৈর্য্যশীল হওয়া বা আল্লাহর পছন্দ ও সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট থাকা, আরাম ও কষ্ট উভয় সময়েই। এটি একজনের কষ্ট কমিয়ে দেবে এবং উভয় জগতে অনেক আশীর্বাদ প্রদান করবে। যদিও, অধৈর্যতা শুধুমাত্র সেই পুরস্কারকে ধ্বংস করবে যা তারা পেতে পারত। যেভাবেই হোক একজন

মুসলিম মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাবে, তবে তারা পুরস্কার চায় কি না তা তাদের পছন্দ।

একজন মুসলিম কখনই পরিপূর্ণ তৃপ্তিতে পৌঁছাতে পারবে না যতক্ষণ না তাদের আচরণ অসুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে সমান হয়। একজন সত্যিকারের বান্দা কীভাবে বিচারের জন্য প্রভু অর্থাৎ মহান আল্লাহর কাছে যেতে পারে এবং তারপর পছন্দ না হলে অসন্তুষ্ট হতে পারে। একটি বাস্তব সম্ভাবনা আছে যে যদি একজন ব্যক্তি যা চায় তা পায় তবে এটি তাদের ধ্বংস করবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

একজন মুসলমানের ধারে-কাছে বসে মহান আল্লাহর ইবাদত করা উচিত নয়। অর্থ, যখন ঐশী আদেশ তাদের ইচ্ছার সাথে মিলে যায় তখন তারা মহান আল্লাহর প্রশংসা করে। আর যখন তা না হয় তখন তারা বিরক্ত হয়ে এমন আচরণ করে যেন তারা মহান আল্লাহর চেয়ে ভালো জানে। অধ্যায় 22 আল হজ, আয়াত 11:

"এবং মানুষের মধ্যে এমনও আছে যে কিনারায় আল্লাহর ইবাদত করে। যদি তিনি ভাল দ্বারা স্পর্শ করা হয়, তিনি এটি দ্বারা আশ্বস্ত হয়; কিন্তু যদি তাকে পরীক্ষা করা হয়, তবে সে মুখ ফিরিয়ে নেয় [অবিশ্বাসে]। সে দুনিয়া ও আখেরাত হারিয়েছে। এটাই প্রকাশ্য ক্ষতি।"

একজন মুসলমানের উচিত মহান আল্লাহর পছন্দের সাথে এমন আচরণ করা যেন তারা একজন দক্ষ বিশ্বস্ত ডাক্তারের সাথে আচরণ করে। একইভাবে একজন মুসলমান ডাক্তারের দ্বারা নির্ধারিত তিক্ত ওষুধ খাওয়ার অভিযোগ করবে না জেনে যে এটি তাদের জন্য সর্বোত্তম তা জেনে তাদের বিশ্বে তারা যে সমস্যার মুখোমুখি হয় তা তাদের জন্য সর্বোত্তম জেনে মেনে নেওয়া উচিত। প্রকৃতপক্ষে, একজন বিবেকবান ব্যক্তি তিক্ত ওষুধের জন্য ডাক্তারকে ধন্যবাদ জানাবে এবং একইভাবে একজন বুদ্ধিমান মুসলমান যে কোনো পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে মহান আল্লাহকে ধন্যবাদ জানাবে।

এছাড়াও, একজন মুসলমানের উচিত পবিত্র কুরআনের অনেক আয়াত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদীসগুলি পর্যালোচনা করা, যেগুলি ধৈর্যশীল এবং সন্তুষ্ট মুসলমানকে প্রদত্ত পুরস্কার সম্পর্কে আলোচনা করে। এই বিষয়ে গভীর প্রতিফলন একজন মুসলিমকে অসুবিধার সম্মুখীন হলে অবিচল থাকতে অনুপ্রাণিত করবে। উদাহরণস্বরূপ, অধ্যায় 39 আজ জুমার, আয়াত 10:

"... অবশ্যই, রোগীকে হিসাব ছাড়াই তাদের পুরস্কার দেওয়া হবে [অর্থাৎ, সীমা]।"

আরেকটি উদাহরণ জামি আত তিরমিযী, 2402 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে। এটি উপদেশ দেয় যে যারা ধৈর্য সহকারে দুনিয়াতে পরীক্ষা ও অসুবিধার মুখোমুখি হয়েছিল তারা যখন বিচার দিবসে তাদের পুরষ্কার পাবে যারা এই ধরণের পরীক্ষার সম্মুখীন হয়নি তারা আশা করবে তারা ধৈর্য সহকারে এই ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিল। কাঁচি দিয়ে তাদের চামড়া কেটে ফেলা হচ্ছে।

মহান আল্লাহ যে ব্যক্তিকে বেছে নেন তাতে ধৈর্য্য ও এমনকি সন্তুষ্টি লাভের জন্য তাদের উচিত পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের মধ্যে পাওয়া জ্ঞানের অন্বেষণ এবং কাজ করা, যাতে করে তারা ঈমানের শ্রেষ্ঠত্বের উচ্চ স্তরে পৌঁছায়। সহীহ মুসলিমের 99 নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ঈমানের শ্রেষ্ঠত্ব হল যখন একজন মুসলিম কাজ করে, যেমন নামায, যেন তারা মহান আল্লাহকে প্রত্যক্ষ করতে পারে। যে ব্যক্তি এই স্তরে পৌঁছাবে সে কষ্ট ও পরীক্ষার যন্ত্রণা অনুভব করবে না কারণ তারা সম্পূর্ণরূপে মহান আল্লাহর সচেতনতা ও ভালবাসায় নিমজ্জিত হবে। হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর সৌন্দর্য অবলোকন করার সময় যে নারীরা নিজেদের হাত কাটার সময় ব্যথা অনুভব করেননি তাদের অবস্থাও এটির অনুরূপ। অধ্যায় 12 ইউসুফ, আয়াত 31:

"...এবং তাদের প্রত্যেককে একটি ছুরি দিল এবং [যোসেফকে] বলল, "ওদের সামনে থেকে বেরিয়ে এস।" এবং যখন তারা তাকে দেখেছিল, তখন তারা তাকে খুব প্রশংসা করেছিল এবং তাদের হাত কেটেছিল এবং বলেছিল, "নিখুঁত আল্লাহ! ইনি একজন মানুষ নন, এটি একজন মহান ফেরেশতা ছাড়া আর কেউ নয়।"

কোনো মুসলমান যদি ঈমানের এই উচ্চ স্তরে পৌঁছাতে না পারে তবে তার উচিত অন্তত পূর্বে উদ্‌ধৃত হাদীসে উল্লিখিত নিম্নস্তরে পৌঁছানোর চেষ্টা করা। এটি সেই স্তর যেখানে একজন ক্রমাগত সচেতন থাকে যে তারা মহান আল্লাহ তায়ালা পর্যবেক্ষণ করছেন। একইভাবে একজন ব্যক্তি এমন কোনো কর্তৃত্বশীল ব্যক্তির সামনে অভিযোগ করবেন না যাকে তারা ভয় করে, যেমন একজন নিয়োগকর্তা, একজন মুসলিম যিনি সর্বদা আল্লাহর উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন, তিনি যে পছন্দগুলি করেন সে সম্পর্কে অভিযোগ করবেন না।

আলোচ্য প্রধান হাদিস ইঙ্গিত করে যে সন্তুষ্টি একটি চমৎকার গুণ কিন্তু একজন মুসলমানের জন্য বাধ্যতামূলক নয় যেখানে, ধৈর্য হল এমন একটি বিষয় যা সকল মুসলমানকে অবলম্বন করতে হবে। একজন মুসলমানের মনে রাখা উচিত যে ধৈর্য্য সহকারে অসুবিধার সম্মুখীন হওয়াই তাদের জান্নাতে প্রবেশের কারণ হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, একটি পার্থিব অসুবিধার সম্মুখীন হলে একজন মুসলমানের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত এটি এর চেয়ে খারাপ অসুবিধা ছিল না। তাদের ধৈর্য দেখানোর ক্ষমতা দেওয়ার জন্য কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত এবং আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে, তাদের বিশ্বাসের সাথে যুক্ত না হওয়ার অসুবিধার জন্য কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত, যা চিরন্তন অভিশাপের দিকে নিয়ে যেতে পারে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসের অনুরূপ একটি হাদীস যা মুসনাদে আহমাদ, 2803 নম্বরে পাওয়া যায়, মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বোঝার গুরুত্বের পরামর্শ দিয়েছেন যে একজন ব্যক্তি যে অসুবিধার মুখোমুখি হবে তার পরে সহজ হবে। এই বাস্তবতাটি পবিত্র কুরআনেও উল্লেখ করা হয়েছে, উদাহরণস্বরূপ, তালাকের অধ্যায় 65, আয়াত 7:

"... আল্লাহ কষ্টের পর স্বস্তি [অর্থাৎ স্বস্তি] আনবেন।"

মুসলমানদের জন্য এই বাস্তবতা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি ধৈর্য এবং এমনকি সন্তুষ্টির জন্ম দেয়। পরিস্থিতির পরিবর্তনের বিষয়ে অনিশ্চিত হওয়া একজনকে অধৈর্য, অকৃতজ্ঞতা এবং এমনকি বেআইনি জিনিসের দিকে নিয়ে যেতে পারে, যেমন বেআইনি বিধান। কিন্তু যিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে সমস্ত অসুবিধা অবশেষে সহজে প্রতিস্থাপিত হবে, তিনি ধৈর্য সহকারে ইসলামের শিক্ষার উপর আস্থা রেখে এই পরিবর্তনের জন্য অপেক্ষা করবেন। এই ধৈর্য মহান আল্লাহ

তায়ালার কাছে অত্যন্ত প্রিয় এবং অনেক পুরস্কারপ্রাপ্ত। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 146:

"... আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদের ভালবাসেন।"

এই কারণেই মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে এমন অসংখ্য উদাহরণ উল্লেখ করেছেন যখন কঠিন পরিস্থিতির পরে স্বাচ্ছন্দ্য ও আশীর্বাদ ছিল। উদাহরণ স্বরূপ, পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে মহানবী নূহ (আঃ) তার সম্প্রদায়ের কাছ থেকে যে মহাকষ্টের সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং কিভাবে মহান আল্লাহ তাকে মহাপ্লাবন থেকে রক্ষা করেছিলেন তার উল্লেখ রয়েছে। অধ্যায় 21 আল আম্বিয়া, আয়াত 76:

"আর [উল্লেখ করুন] নূহ, যখন তিনি [আল্লাহর কাছে] ডাকেন [সেই সময়ের আগে], অতঃপর আমরা তাকে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাকে এবং তার পরিবারকে মহা বিপদ [অর্থাৎ বন্যা] থেকে রক্ষা করেছি।"

আরেকটি উদাহরণ পাওয়া যায় অধ্যায় 21 আল আম্বিয়া, আয়াত 69:

"আমরা [অর্থাৎ আল্লাহ] বললাম, হে আগুন, ইব্রাহীমের উপর শীতলতা ও নিরাপত্তা হও।

মহানবী ইব্রাহীম (আঃ) একটি বড় আগুনের আকারে একটি বড় অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিলেন কিন্তু মহান আল্লাহ তায়ালা তার জন্য এটিকে শীতল ও শান্তিময় করে দিয়েছিলেন।

এই উদাহরণগুলি এবং আরও অনেকগুলি পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে মুসলমানরা বুঝতে পারে যে কঠিন মুহুর্তগুলি অবশেষে তাদের জন্য স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে অনুসরণ করবে যারা আল্লাহর আনুগত্য করে। তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে।

অতএব, মুসলমানদের জন্য এই ইসলামী শিক্ষাগুলি অধ্যয়ন করা গুরুত্বপূর্ণ যে অগণিত ঘটনাগুলি পর্যবেক্ষণ করার জন্য যেখানে মহান আল্লাহ তাঁর আনুগত্যকারী বান্দাদের অসুবিধার সম্মুখীন হওয়ার পরে তাদের সহজতা দান করেছেন। মহান আল্লাহ যদি তাঁর আনুগত্যকারী বান্দাদেরকে ঐশী শিক্ষায় বর্ণিত বড় অসুবিধা থেকে রক্ষা করেন তবে তিনি ছোট ছোট অসুবিধার সম্মুখীন আনুগত্যশীল মুসলমানদেরও রক্ষা করতে পারেন এবং করবেন।

উপসংহারে বলা যায়, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর খোদায়ী সাহায্য কামনা করে, তার উচিত এই বইয়ে যা আলোচনা করা হয়েছে তা শিখে নেওয়া এবং তার উপর আমল করা। এই শিক্ষার উপর আমল করা একজনকে মহান আল্লাহর উপর সত্যিকারের আস্থা রাখতে উৎসাহিত করবে। তারা মহান আল্লাহ দ্বারা সৃষ্ট এবং সরবরাহ করা উপায়গুলি ব্যবহার করবে, যেমন ওষুধ, তবে পরিস্থিতির ফলাফল

মহান আল্লাহর উপর ছেড়ে দেবে, জেনে রাখবে যে তিনি কেবল তাঁর বান্দাদের জন্য সেরাটি বেছে নেন। অধ্যায় 65 এ তালাক, আয়াত 3:

"... আর যে আল্লাহর উপর ভরসা করে, তিনিই তার জন্য যথেষ্ট..."

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

একজন মুসলমানের দায়িত্ব ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করা এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া নয় কারণ এটি কেবল মহান আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে। মুসলমানদেরকে শুধুমাত্র তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকা বিষয়গুলো নিয়েই চিন্তা করতে হবে, যেমন, তাদের আচরণ ও কর্মের প্রতিটি পরিস্থিতির সময় তারা মুখোমুখি হয়। যদি তারা সঠিক আচরণ প্রদর্শন করে তবে মহান আল্লাহর সাহায্য ও রহমতের মাধ্যমে তারা সমস্ত বাধা অতিক্রম করবে। অর্থ, স্বাচ্ছন্দ্যের সময় তাদের আরও আশীর্বাদ মঞ্জুর করা হবে যদি তারা তাদের কাছে থাকা আশীর্বাদগুলিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে সত্যিকারের কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করে। এবং যদি তারা ধৈর্য প্রদর্শন করে তবে তারা কঠিন সময়ে আশীর্বাদ পাবে। এটি সহীহ মুসলিমের 7500 নম্বর হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। সুতরাং প্রতিটি পরিস্থিতির ফলাফল হল ঐশ্বরিক সাহায্য, আশীর্বাদ এবং পুরষ্কার যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ সঠিকভাবে আচরণ করে। প্রত্যেক মুসলমানকে যে বিষয়গুলোর ওপর তাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ বা প্রভাব নেই,

সেগুলোর ওপর চাপ না দিয়ে এই বিষয়েই মনোনিবেশ করতে হবে। এটি উভয় জগতেই ঐশ্বরিক সমর্থন এবং চূড়ান্ত সাফল্যের চাবিকাঠি।

ভাল চরিত্রের উপর 400 টিরও বেশি বিনামূল্যের ইবুক

400 টিরও বেশি বিনামূল্যের ইবুক: https://shaykhpod.com/books/
ইবুক/ অডিওবুকগুলির জন্য ব্যাকআপ সাইট : https://archive.org/details/@shaykhpod

শায়খপড ইবুকগুলির সরাসরি পিডিএফ লিঙ্ক: https://spebooks1.files.wordpress.com/2024/05/shaykhpod-books-direct-pdf-links-v2.pdf

https://archive.org/download/shaykh-pod-books-direct-pdf-links/ShaykhPod%20Books%20Direct%20PDF%20Links%20V2.pdf

অন্যান্য ShaykhPod মিডিয়া

অডিওবুক : https://shaykhpod.com/books/#audio
দৈনিক ব্লগ: https://shaykhpod.com/blogs/
ছবি: https://shaykhpod.com/pics/
সাধারণ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/general-podcasts/
PodWoman: https://shaykhpod.com/podwoman/
PodKid: https://shaykhpod.com/podkid /
উর্দু পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/urdu-podcasts/
লাইভ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/live/

দৈনিক ব্লগ, ইবুক, ছবি এবং পডকাস্টের জন্য বেনামে হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল অনুসরণ করুন: https://whatsapp.com/channel/0029VaDDhdwJ93wYa8dgJY1t

ইমেলের মাধ্যমে দৈনিক ব্লগ এবং আপডেট পেতে সদস্যতা নিন: http://shaykhpod.com/subscribe

Achieve Noble Character